প্রতিমন্ত্রীকে পুনরায় কটুক্তি করা হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে- যুবলীগ নেতা মৃদুল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে জেলা যুবলীগের একাংশ। পুনরায় কটূক্তি মূলক বক্তব্য দেওয়া হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার হুশিয়ারি দেয় নেতারা।

সোমবার বিকালে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত পথসভা করা হয়।

সভায় সরফরাজ হোসেন মৃদুল বলেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে বর্ধিত সভার নামে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নামে যে ধরনের কটূক্তি করা হয়েছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কার জনক।

অবিলম্বে এই ধরনের বক্তব্য যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দেবো। ফরহাদ হোসেন একজন সচ্ছ রাজনীতিবিদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের যোগ্যতায় প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছেন। আমরা মেহেরপুরবাসি সবাই জানি ছহিউদ্দিন পরিবারের সন্তানরা কেমন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয় তাহলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।

মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু বলেন, আওয়াশীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যদি ছহিউদ্দিন না হয় তবে কে? মেহেরপুরে যদি একটি পরিবার সচ্ছ আওয়ামীলীগের রাজনীতি করে সেটি হলো ছহিউদ্দিন পরিবার।

আমরা যুবলীগ সবসময় সচ্ছ রাজনীতির সাথে আছি, ফরহাদ হোসেনের সাথে আছি।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোসারফ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলার চারটি যুবলীগের ইউনিট প্রতিমন্ত্রীর সাথে আছে। গত ৫

ফেব্রুয়ারি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে সেটি কোন আওয়ামীলীগের নেতা বলতে পারেনা। তাদের উচিৎ এই মূহর্তে ফরহাদ হোসেনের কাছে মাফ চাওয়া।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ কামাল, সদর উপজেলা যুলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, যুবলীগর নেতা একে আজাদ সাগর, বারিকুল ইসলাম লিজন সহ আরও অনেকে। যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মিরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহন করে।

উল্লেখ, গত ৫ ফেব্রুরায়ি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রীকে বিষদগার করে বক্তব্য দেন নেতারা।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে সমবায়ীদের মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী সমবায় অফিসের উদ্যোগে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের গ্রাম উন্নয়ন সমবায়ীদের অংশগ্রহণে মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা সৈয়দ জসিম উদ্দিন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসার রবিউল ইসলাম।

বক্তব্য রাখেন সমবায়ীদের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব হোসেন, রাকিবুল ইসলাম টুটুল, আব্দুর রশিদ, শহিদুল ইসলাম নাসির, ফয়েজ, হাবিব।

প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেন সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস, হাফিজুর রহমান ও মেহেদী হাসান প্রমূখ। গাংনী উপজেলার ২১টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির ১২০ জন সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে অবশেষে মৃত্যুর কাছে হেরে গেলেন কলেজ ছাত্রী চাঁদনী

দেড় মাস যাবত পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মৃত্যুর কাছে হেরে গেলেন কলেজ ছাত্রী চাঁদনী। পারিবারিক কলহের জের ধরে বাবা মায়ের ওপর অভিমান করে হারপিক পান করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থার তার মৃত্যু হয়।

চাঁদনি গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে ও গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী।

জানা গেছে, চাঁদনী প্রতিবেশি এক যুবককে ভাল বাসতো। কিছুদিন পর ভালবাসার বিষয়টি পরিবারের লোকজন বুঝে ফেলে। একপর্যায়ে চাঁদনীকে পরিবার থেকে চাপাচাপি করলে জীবন বিসর্জন দিতে হারপিক পান করে। বাড়ির লোকজন টের পেয়ে তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। চাঁদনীর অবস্থা অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি করেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় অবশেষে সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয়। চাঁদনীর মৃত্যুতে এলাকায় শোক নেমে আসে। চাঁদনীর এ মৃত্যুতে এলাকায় নানা গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ওবাইদুর রহমান

জানান, নিহত চাঁদনীর পরিবার থেকে আমাদের অবহিত করেছে। সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি যাচাই পুর্বক ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

আরো পড়ুন-করোনাভাইরাস: দেশে বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার তথ্যে গরমিল

সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

সিঙ্গাপুরে তিনজন নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের এবং অন্য দুজন সিঙ্গাপুরের নাগরিক। করোনাভাইরাস–আক্রান্ত তিনজনের কারও সম্প্রতি চীন সফরের অভিজ্ঞতা নেই।

সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে দ্য স্ট্রেইট টাইমস আজ রোববার এ খবর জানিয়েছে।

সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের এক নাগরিকের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি করেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের এক কর্মীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। নিরাপত্তার খাতিরে ৩৯ বছরের ওই বাংলাদেশির পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। আশা করছি, সোমবারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব।

এ মুহূর্তে ভাইরাস–আক্রান্ত ওই বাংলাদেশিকে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিস বা এনসিআইসিডিতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্যের সবশেষ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় যা যা করার, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে তা করা হবে।’

দ্য স্ট্রেইট টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ভাইরাসের লক্ষণ বুঝতে পেরে বাংলাদেশের ওই কর্মী ৩ ফেব্রুয়ারি সাধারণ একটি ক্লিনিকে যান। ৫

ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে যান চেঙ্গি জেনারেল হাসপাতালে। ৮ ফেব্রুয়ারি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে করোনাভাইরাসে তাঁর আক্রান্তের বিষয়টি চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করেন। পরে তাঁকে এনসিআইসিডিতে পাঠানো হয়।

সূত্র: প্রথমআলো

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাংলাদেশের

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! উনিশের যুবাদের হাত ধরে বিশ্বজয় করল বাংলাদেশ। পচেফস্ট্রুমে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনালে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে বৃষ্টি আইনে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা নিজেদের করে নিল আকবর আলী-পারভেজ হোসেন, শরিফুল ইসলামরা, তানজীব হাসানরা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ক্রিকেট দুনিয়াকে বার্তা দিয়ে রাখল—আমরা উঠে আসছি।

কী অসাধারণ ধৈর্যের না পরিচয় দিয়েছেন আকবর আলী। ক্যাপ্টেনস নক যাকে বলে সেটিই। রীতিমতো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আকবর খেলে গেছেন। ৭৭ বলে ৪৩ রান করে তিনি আজ জাতীয় বীর। শেষের দিকে রকিবুলও কম যাননি। ভারতীয় বোলারদের বোলিং-তোপগুলো সামলে তিনি অধিনায়ককে সঙ্গ দিয়ে গেছেন অসাধারণ কৃতিত্বে। দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়েই মাঠ ছেড়েছেন এ দুজন।

যশস্বী জয়সোয়ালের বলে সপ্তম উইকেট পড়ে যাওয়ার পর (পারভেজ হোসেন) মনে হচ্ছিল জয়টা দূর দিগন্তেই থেকে যাবে। তখনো জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান। কিন্তু এ সময় আকবর নতুন কৌশল হাতে নেন। উইকেটে টিকে থাকতে হবে। হাতে বল অনেক। উইকেটগুলোই কেবল আগলে রাখতে হবে। আকবরের নতুন কৌশলে নিজেকে মিলিয়ে দেন রকিবুল। ভারতের প্রতিটি বল দেখে শুনে খেলেছেন তাঁরা। একপর্যায়ে টানা ২৫ বলে রানশূন্য ছিল বাংলাদেশ। ধীরে ধীরে নিজেদের খোলস থেকে বের করেন এই দুই ব্যাটসম্যান। ওই মুহূর্তে অবশ্য বৃষ্টি আইন এগিয়ে

রেখেছিল বাংলাদেশকে। পচেফস্ট্রুমের বাংলাদেশি সমর্থকদের তখন কায়মন প্রার্থনা বৃষ্টির। তবে আকবর আর রকিবুল যেভাবে উইকেটে নিজেদের বেঁধে ফেলেছিলেন, তাতে দুর্ভাবনা খুব একটা ছিল না। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন প্রয়োজনীয় রানটা খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারবেন তাঁরা। কেবল টিকিয়ে রাখতে হবে উইকেট।

বৃষ্টি একপর্যায়ে এল। সে সময় বৃষ্টি আইনে ১৬ রান এগিয়ে বাংলাদেশ। খেলা আর শুরু না হলে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন—এমন একটা সমীকরণ মাথায় নিয়েই ড্রেসিং রুমে ফিরল বাংলাদেশ। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেল দ্রুতই। এবার নতুন লক্ষ্য ৩০ বলে ৭। বৃষ্টি শেষে মাঠে নেমে আকবর আর রকিবুল তেমন সময়ই নিলেন না। বাংলাদেশকে পৌঁছে দিলেন বিশ্বজয়ের মঞ্চে।

বোলারদের দারুণ নৈপুণ্যে লক্ষ্যটা খুব বড় ছিল না। কিন্তু ১৭৮ রানের লক্ষ্যটাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের জন্য। কারণ রবি বিষনয় নামের এক লেগ স্পিনার। দারুণ ওপেনিং জুটির পর এই লেগ স্পিনারের ঘূর্ণিতেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ। একে একে ফিরে গেলেন সেমিফাইনালের সেঞ্চুরিয়ান তানজীদ হাসান, মাহমুদুল হাসান, তৌহিদ হৃদয় আর শাহদাত হোসেন—এবারের যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশের টপ অর্ডারের এ ব্যাটসম্যানদের প্রায় সবাই ছিলেন দারুণ ফর্মে। মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে এসেছিল সেট হয়ে যাওয়া ওপেনার পারভেজের চোট। পায়ের চোটে ভালো খেলতে খেলতেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। মূলত শ্রুশুষার কারণে যে সময়টুকু পারভেজ মাঠে ছিলেন না, সে সময়টুকুতেই চাপ ভয়বাহভাবে চেপে বসে বাংলাদেশের ওপর।

পারভেজ খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মাঠে নামলেন। দেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বারপ্রান্তে। চোট নিয়ে তিনি কীভাবে বসে থাকেন। তিনি মাঠে নামলেন। একাই লড়তে থাকা আকবর তখন সঙ্গী পেয়ে গেছেন। পারভেজ নিজের ইনিংসের দ্বিতীয় অংশটা খুব খারাপ করলেন না। দলের ওপর চেপে বসা ভয়াবহ চাপ তিনি সামলে উঠতে অধিনায়ককে দিলেন যোগ্য সঙ্গ। আকবর যদি বীর হন, তাহলে পারভেজও আজ কম যাননি। ২৩৫ মিনিট ব্যাটিং করে ৭৯ বলে তিনি করেছেন ৪৭। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৭টি বাউন্ডারির মার।

২০১৬ সালে ঘরের মাঠে যুব বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল বাংলাদেশ। শিরোপা জয়ের হট ফেবারিট হয়েও সেবার দূর থেকেই দেখতে হয়েছিল অন্যদের জয়োৎসব। এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠতেই স্বপ্নটা আবার ডানা মেলতে শুরু করে। শেষ চারের

লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনাল নিশ্চিত করেই লক্ষ্য ছিল একটাই—শিরোপা। বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন এক প্রজন্ম লক্ষ্যটাকে নিজেদের করে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাটা জানিয়ে দিল দারুণভাবেই।

সূত্র: প্রথমআলো

মেহেরপুরে এসএসসি পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে ৫ শিক্ষককে বহিষ্কার

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে এসএসসি পরীক্ষায় দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে ৫ শিক্ষককে (কক্ষ পরিদর্শক) কে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রের সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের সহকারি কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাঈন উদ্দিন শিক্ষকদের বহিষ্কার করেন।

বহিষ্কৃত শিক্ষকরা হলেন- গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আল মামুন, শোলমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নাজিম উদ্দিন, ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক দিলারা পারভিন, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি শিক্ষক আবু বক্কার ও মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি শিক্ষক মাসুদুর রহমান।

এদিকে এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটলেও কেন্দ্র সচিব ও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেলিনা আক্তার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় সাংবাদিকদের তথ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। তিনি কোন সাংবাদিককে এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে তথ্য দিবেন না বলে ধম্ভোক্তি দেখান। অথচ তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রে একটি কক্ষে এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে। এ দায়ভার কেন্দ্র সচিবও এড়াতে পারেন

না। দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মাঈন উদ্দিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ৫ শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছিলেন। এসময় পরীক্ষার্থী একে অপরের খাতা দেখে হুবুহু পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলে সত্যতা বের হয়ে আসে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকদেও দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে তাদের এসএসসি পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে কেন্দ্র সচিবের মাধ্যমে কেন্দ্রের সকল কক্ষের শিক্ষকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/ইএম

চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন আহত

চুয়াড়াঙ্গা-মেহেরপুর সড়কের কুলপালায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত আলমসাধুর সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ তিন জন আহত হয়েছে।

রবিবার বিকাল ৪ টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- আহতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের আলমসাধু চালক মহাসিন, একই গ্রামের ইয়ারুল ইসলাম এবং রুইথনপুর গ্রামের শামীম।

জানা গেছে, কুলপালা গ্রামে ছিল সাপ্তাহিক হাটবার। যে কারণের সড়কে লোকারণ্য থাকায় দ্রুত গামি আলমসাধু ও বিপরীতগামী একটি মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে উভয় যানবাহনের চালক আহত হয়। এসময় রাস্তার পাশে বাজার করা অবস্থায় এক গুরুতর আঘাত পান এবং তার হাত ভেঙে যায়।

খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা তাঁতীলীগের নেতাকর্মীরা।

রবিবার বিকালে জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের কাছে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে পথ সভা করেন নেতারা।

সভায় বক্তব্য দেন জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক প্রবির শেখ।

এ সময় জুয়েল রানা বলেন, গত ৫ ফ্রেবুয়ারি কমিউনিটি সেন্টারে শহর আওয়ামীলীগের বর্ধিত সভায় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে নিয়ে বেশ কিছু কটু কথা বলেছে। ফরহাদ হোসেন আমাদের গর্ব, মেহেরপুরের গর্ব। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমরা তাঁতীলীগ সব সময় ফরহাদ হোসেনের সাথে ছিলাম আছি থাকবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা তাঁতীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মলিকন ইসলাম টিটন, সদর উপজেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান, যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম রক্তিম,মুজিবনগর উপজেলা আহবায়ক প্রবির শেখ, যুগ্ন আহবায়ক বীর হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক সজেদুল ইসলাম, এছাড়াও তাঁতীলীগ নেতা রবি, তানজিদ, হাবিব, ফারুক, মোমিন, মিঠন, সবুজ, হ্যাপী, রতন, সোহেল, তাবুল প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

আর প্রতিদিন মুজিবনগরে ঘুরতে আশা দর্শনার্থীরা একপলক হলেও ফুলের বাগান দেখতে যায় থানা প্রাঙ্গনে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত্ন নিয়ে তৈরি করা ফুল মুখরিত করেছে মুজিবনগর থানা।

স্থানীয়রা বলেন,সকলে বলে এটা থানা।মানুষ এই জায়গায় ঠুকতে ভয় পাই। মানুষ মনে করতো পুলিশের কোন মন নেই।
কিন্তু থানার ভিতরে এত সুন্দর একটা ফুলের বাগান তৈরি করে পুরো থানা প্রাঙ্গনকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে মুজিবনগরের মানুষের মনে জমা এই ধারনাটি চেন্জ করে দিয়েছে আমাদের ওসি স্যার।

তিনি প্রমান করে দিয়েছে পুলিশও সাধারন মানুষের মত।তারাও চায় সকলের মত সুন্দর পরিবেশে বসবাস করতে।
আমরা প্রায় ফুলের বাগান দেখতে থানার ভিতরে যায়।আমাদের অনেক ভালো লেগেছে ওসি স্যারের এমন মহৎ উদ্যেগ।

মুজিবনগরে ঘুরতে আসা কয়েকজন দর্শনার্থীরা জানান,মুজিবনগরে ঘুরতে এসে এত সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো একটি থানা দেখতে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে।সচারচর এমন দৃশ্যে চোখে পরে না। তাছাড়া চারিদিকে ফুলগাছ লাগিয়ে থানাটি দেখতে আরো সুন্দর লাগছে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের কাছে এমন একটি মহৎ উদ্যেগে তার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, আমি মুজিবনগরে আসার পর প্রধান সড়কের পাশে এমন একটি পরিবেশ দেখে চিন্তা করলাম, যে স্থানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন হয়েছিলো। সেই জায়গাটি দেখতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দর্শনার্থীরা আসে।

আর সেই ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ঢুকতে থানাটি সকলের চোখে পরে। এমন একটি ঐতিহাসিক জায়গায় অবস্থিত থানাটি যদি অপরিষ্কার থাকে তাহলে মুজিবনগরের দূর্নাম হবে।

তাই সেই দিক লক্ষ করে মুজিবর্ষকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক মুজিবনগরের সম্মান ও পুলিশের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার সার্থে পুলিশ সুপার স্যারের অনুপ্রেরনায় আমার ব্যাক্তিগত উদ্যেগে চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের বাগান তৈরি করে থানা প্রাঙ্গনকে সাজিয়েছি।এমন একটি সুন্দর উদ্যেগ গ্রহন করতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত।